দৈনিক খবর

তারিখ... 21 JAN 1991

পৃষ্ঠা... ৫ কলাম... ৫...

৩/৪

শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে গণসম্বর্ধনা

কোন শক্তিই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া থেকে সরাতে পারবে না

—উপাচার্য

কুষ্টিয়া, ২০শে জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম বলেছেন; এই পবিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ মহল তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা এটাকে তাদের নিজ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যের হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, আপনারা জেনে রাখুন মালয়েশিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী-পুরুষ, মুসলিম-অমুসলিম, দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ যদি লেখাপড়া করতে পারে তাহলে কেন বাংলাদেশের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ে, অমুসলমানরা লেখাপড়া করতে পারবে না? তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেন আগামী শিক্ষা বছর হতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়ে ভর্তি শুরু হবে। জ্ঞানের সুতিকাগার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কোন ব্যক্তি বা মহল বিশেষের নয়, কোন অঞ্চলেরও নয়। এটা সমগ্র বাংলাদেশের- বাঙ্গালী জাতির।

গত ৮ই জানুয়ারী শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে স্থানীয় গ্রামবাসীদের দেয়া এক গণ-সম্বর্ধনায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথাগুলো বলেন। সকালে এ অনুষ্ঠানে হাজার হাজার গ্রামের মানুষ উপস্থিত হয়ে উপাচার্যকে তাদের প্রাণের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বলাবাহুল্য, দীর্ঘদিন আন্দোলন-সংগ্রাম করে অত্র এলাকাবাসী তথা কুষ্টিয়ার মানুষ গাজীপুর থেকে কুষ্টিয়ার মাটিতে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এই আন্দোলনের ফলে সাবেক রাষ্ট্রপতির এক সভায় ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে তাদের কারারুদ্ধ করা হয়। এরশাদ তার শাসন আমলে মাত্র একবারই কুষ্টিয়ার মাটিতে পা রাখতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয়বার আসবার দুঃসাহস তিনি আর দেখাননি।

বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় ফিরে আসার পর পরই একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠন কারণে-অকারণে বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃস্থাপনের ব্যাপারে বিরুদ্ধাচারণ করে আসছে। তারা উপাচার্য সম্পর্কে অশ্লীল ভাষায় পোস্টার মারছে। পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছে। এলাকার মানুষ এহেন চক্রান্ত মেনে নিতে পারে না। তাই গ্রামবাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে ব্যক্তি কুষ্টিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃস্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোগী ছিলেন সেই সম্মানিত উপাচার্যকে এক সম্বর্ধনার মাধ্যমে তাদের সমর্থন জানান।

এই সম্বর্ধনায় সভাপতিত্ব করেন। হরিনারায়নপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী দর্পহরী বিশ্বাস। মানপত্র পাঠ করেন রেজাউর রহমান এবং বক্তব্য রাখেন নুরুল ইসলাম, আজিজুর রহমান, মীর শহীদুল ইসলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক রহমত আলী। শান্তিডাঙ্গা-ডোনার ক্লাবের সভাপতি উপাচার্যকে সোনার শাপলা উপহার দেন।

প্রাকৃতিক আবহাওয়া প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে সেদিন ক্যাম্পাস মুখরিত হয়ে ওঠে। উপাচার্য এলাকায় প্রবেশের সাথে সাথে হাজারো মানুষ করতালি ও জয়ধ্বনি দিতে থাকে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে কিশোর যুব-বৃদ্ধ মানুষের সেদিন ঢল নেমেছিল। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে উপাচার্যকে মাল্যভূষিত করা হয়।

প্রধান অতিথির ভাষণে উপাচার্য ডঃ সিরাজুল ইসলাম আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলেন, আমার জীবনের অপরাহ্নে এসে যে সম্মান আমি পেলাম তা কোনদিন ভুলবো না বা ভোলার নয়। আজকের এই জনসমুদ্র এবার প্রমাণ করে যে, আপনারা সত্যি আমাকে এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে ভালোবাসেন। এ জন্যে আমি আপনাদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। তিনি আরো বলেন, গাজীপুর থেকে কুষ্টিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে এসেছে। পৃথিবী ধ্বংসের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এখানেই থাকবে। আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে এমন কোন শক্তি নেই যে, এটাকে এখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে পারে।

মুহুর্মুহুঃ করতালির মধ্যে উপাচার্য দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে বলেন, সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে রাজনীতি কিংবা ষড়যন্ত্র নয়। কাদা ছোঁড়াছুড়ি পরিহার করে আসুন নিজেদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে সুন্দর ও সুশৃংখল একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে সহায়তা করি এবং এর ব্যাপ্তি সারা দুনিয়ার মাঝে ছড়িয়ে দেই।

উল্লেখ্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রথম থেকেই বিরোধিতা করে আসছে। তারা বিভিন্ন সময় সভা, সমাবেশ এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে এই মহৎ প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য সোচ্চার হয়েছে। যারা গাজীপুরে ষড়যন্ত্র করেছিল তারা এখানে এসেও সেই একই ধরনের কাজে লিপ্ত রয়েছে। তাদের এহেন কার্যক্রমে স্থানীয় বিভিন্ন মহল বিক্ষুব্ধ।